

## জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এই জাতটি উদ্ভাবন করে। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় জাতটি রোপা আউশ হিসাবে চাষাবাদের জন্য নির্বাচন করা হয়। এ জাতটি ২০১১ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে।



ব্রি ধান৫৫

## জাতের বৈশিষ্ট্য

- ▶ আগাম জাত
- ▶ অধিক ফলনশীল
- ▶ গাছের উচ্চতা ১০০ সেন্টিমিটার
- ▶ চাল লম্বা, মাঝারি চিকন
- ▶ এক হাজার ধানের ওজন ২৩.৫ গ্রাম।
- ▶ চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৮.৩%।

## এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৫৫ মধ্যম মাত্রা লবণ (৮-১০ ডিএস/মিটার ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত) সহনশীল ও খরা সহিষ্ণু জাত। অতএব, এ জাতটি খরাপ্রবণ এলাকায় আউশ মৌসুমে চাষাবাদ করা সম্ভব। জাতটি আগাম হলেও অধিক ফলনশীল।

## জীবনকাল

এ জাতের জীবনকাল ১০০ দিন।

## ফলন

এ জাতের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৫.০ টন।

## চাষাবাদ পদ্ধতি

১. বীজতলায় বীজ বপন: ৫-১৭ বৈশাখ (১৮-৩০ এপ্রিল)।
২. চারার বয়স: ২০-২৫ দিনের চারা।
৩. চারার সংখ্যা: প্রতি গুচ্ছিতে ২/৩ টি।
৪. রোপণ দূরত্ব: ২০ X ১৫ সেন্টিমিটার।
৫. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):

ইউরিয়া টিএসপি এমপি জিপসাম জিংক

৫.১ মোট সার ২০ ৭ ১০ ৫ ০.৭

৫.২ ইউরিয়া সার সমান দুই ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি জমি শেষ চাষে সময় এবং ২য় কিস্তি চারা রোপণের

৩০-৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার প্রয়োগের পর মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৫.৩ ইউরিয়া প্রয়োগে লিফ কালার চার্ট (এলসিসি) ব্যবহার করা উচিত।

৬. আগাছা দমন: রোপণের পর ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৭. সেচ ব্যবস্থাপনা: খোর অবস্থা থেকে দুখ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস বা পানি রাখতে হবে।

৮. রোগ বালাই দমন: রোগ ও পোকাকার জন্য অনুমোদিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা আবশ্যিক।

৯. ফসল কাটা : ৩০ শ্রাবণ- ২০ ভাদ্র (১৪ আগস্ট- ৪ সেপ্টেম্বর)

আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brii.gov.bd

অধিবেশন ২: মডিউল ২

ফ্যান্ট শীট ২৭